|  |  |
| --- | --- |
| টপিক | ব্যাখ্যা |
| ধমনি দ্বারা রক্ত পরিবহণ | সাবক্লেভিয়ালঃ ফুসফুস  আন্তঃম্যামারিঃ স্তনগ্রন্থি, বক্ষীয় প্রাচীর, পেরিকার্ডিয়াম  সার্ভিকালঃ অক্সিপুট পেশি  থাইরোসার্ভিকালঃ থাইরয়েড গ্রন্থি, ল্যারিংক্স, ঘাড়ের পেশি  ভার্টিব্রালঃ মেরুদণ্ড  সিলিয়াকঃ পাকস্থলী, যকৃত  ফ্রেনিকঃ ডায়াফ্রাম  মেসেন্টেরিকঃ অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ  জননঃ গোনাড  ইলিয়াকঃ পেলভিস, উরু, পা |
| ভাইরাস | \* ভাইরাস অকোষীয়  \* এর সাইটোপ্লাজম, কোষঝিল্লী, কোষ প্রাচীর, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়াস **থাকে না**  \* এর নিউক্লিক এসিড হিসেবে DNA এবং RNA থাকে |
| ব্যাকটেরিয়া | গ্রিক শব্দঃ **Bakterion** = Little rod  আবিষ্কারকঃ **অ্যান্টনি ফন লিউয়েন হুক (১৬৭৫)** -> Father of Bacteriology -> ওলন্দাজ  নামকরণঃ **এহরেনবার্গ** (জার্মানি)  ব্যাকটেরিয়া তত্ত্বঃ **লুই পাস্তুর** (ফরাসি)  বৈশিষ্ট্যঃ   * এটি ক্লোরোফিলবিহীন, প্রাককেন্দ্রিক, এককোষী ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব * উদারহণঃ আর্কিব্যাকটেরিয়া, ইউব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া |
| আইসোটোপ  (তেজস্ক্রিয়তা) | -> শরীরের কোনো স্থানে কোনো ক্ষতিকর ক্যান্সার টিউমারের উপস্থিতি নির্ধারণ  **কোবাল্ট-৬০:** ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করে  **আয়োডিন-১৩১:** থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগের চিকিৎসা  **ফসফরাস-৩২:** রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসা  **টেকনেশিয়াম-৯৯:** দেহের হাড় বেড়ে যাওয়া কারণ নির্ধারণ করা |
| টিকা | DPT-1, OPV-1: শিশু জন্মের ৬ সপ্তাহ বয়সে  TT: ১০-১৬ বছর |
| টিকার প্রকারভেদ | **১. নিষ্ক্রিয়কৃত জীবাণু – জীবন্ত টিকাঃ**  -> হাম, মাম্পস, পোলিও, জলাতঙ্ক, যক্ষ্মা, প্লেগ, টাইফয়েড, গুটি বসন্ত  **২. মৃত জীবাণু – নিষ্প্রাণ টিকাঃ**  **->** ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা  **৩. নিষ্ক্রিয় বিষভিত্তিক টিকাঃ**  -> ডিপথেরিয়া, টিটেনাস (ধনুষ্টংকার)  **৪. দেহ তলের রাসায়নিক বস্তুঃ**  -> হেপাটাইটিস, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস |
| AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) | \* ১৯৮১ সালে USA তে ১ম সনাক্ত হয়  \* HIV (Human Immuno Dificiency Virus) ভাইরাসের মাধ্যমে এই রোগ হয়  \* HIV শ্বেত রক্তকণিকার T-লিম্ফোসাইটকে আক্রমণ করে |
| খনিজ পদার্থ | \* সবচেয়ে শক্ত খনিজঃ হীরক  \* “ নরম খনিজঃ ট্যালক |
| ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ | \* ক্যালসিয়াম (Ca)-এর অভাবে -> রিকেটস, অস্টিওম্যালেসিয়া (বয়স্ক নারীদের) |
| আকরিক | \* আয়রন (Fe)-এর আকরিকঃ  ম্যাগনেটাইট, হেমাটাইট, লিমোনাইট, আয়রন পাইরাইটস  \* সোডিয়াম (Na)-এর আকরিকঃ  রকসল্ট, চিলি সল্টপিটার, ন্যাট্রোন, বোরাক্স  \* ক্যালসিয়াম (Ca)-এর আকরিকঃ  চুনাপাথর, জিপসাম, ডলোমাইট  \* অ্যালুমিনিয়াম (Al)-এর আকরিকঃ  বক্সাইট, কোরান্ডাম, ক্রায়োলাইট |
| আহ্নিক গতি | * এই গতির ফলে পৃথিবী তার নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তিত হয় * এই গতির ফলাফলঃ -> দিন-রাত্রি সংঘটন -> জোয়ার-ভাটা -> বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি -> তাপমাত্রার তারতম্য -> জীবজগতের সৃষ্টি ও বংশবিস্তার |
| বার্ষিক গতি | * এই গতির ফলে পৃথিবী সূর্যকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে প্রদক্ষিণ করছে * এই গতির ফলাফলঃ -> ঋতু পরিবর্তন -> দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি |
| হিগস-বোসন কণা | * এই কণা ঈশ্বর কণা (God’s Particle) নামে পরিচিত * এই কণার স্পিন ০ (শূন্য), কিন্তু ভর আছে * ভরহীন কোনো কণা হিগস-বোসন ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে ভর প্রাপ্ত হয় * হিগস ক্ষেত্র ভর সৃষ্টি করে না, তা কেবল ভর স্থানান্তরিত করে হিগস-বোসনের মাধ্যমে * বোসন কণা পাউলির বর্জন নীতি মানে না |
| ফোটন কণা | * এটি তাড়িতচৌম্বক বল বহন করে * ফোটন কণার নিশ্চল ভর ০ (শূন্য) * ১৯২৬ সালে লুইস প্রতিটি কোয়ান্টার নাম দেন – ফোটন * প্রতিটি ফোটনের শক্তিঃ hf * ফোটন কণা তড়িৎ নিরপেক্ষ * শূন্য মাধ্যমে ফোটন কণা আলোর গতিতে চলে, এর বেগের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না |
| ডায়োড | * p-type ও n-type অর্ধপরিবাহী পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে p-n জাংশন ডায়োড তৈরি করা হয় * ডায়োড রেক্টিফায়ার হিসেবে কাজ করে * রেক্টিফায়ার AC প্রবাহকে DC প্রবাহে রূপান্তরিত করে |
| ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব | * ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রস্তাবনা করেন * ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যবহার করে আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেন * এই তত্ত্বের সাহায্যে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ ও ফটো-তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় |
| কৃষ্ণবিবর (Black Hole) | * এটি আবিষ্কার করেনঃ জন হুইলার (USA) -> ১৯৬৯ সালে |
| নিউক্লিয় রিয়েক্টর | * এর মডারেটর তৈরি হয়ঃ ভারী পানি (D2O -> ডিউটেরিয়াম অক্সাইড) এবং গ্রাফাইট |
|  |  |
|  |  |
|  |  |